সংবাদ

তারিখ 10 OCT 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

ঢাবিতে উদ্বোধন শেষে ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং এক্সিবিশন ঘুরে দেখছেন অতিথিরা –সংবাদ

ঢাবিতে 'ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং এক্সিবিশন' শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) 'ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং এক্সিবিশন' শীর্ষক ছয় দিনব্যাপী চিত্রপ্রদর্শনী শুরু হয়েছে। গতকাল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং স্টাডি গ্রুপ (ওচঝএ) এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' গানের সঙ্গে নৃত্য পরিরেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এ প্রদর্শনী চলবে।

প্রদর্শনীতে ভারতের ২৬ জন ও বাংলাদেশের ২৫ জন শিল্পীর ৮০টি প্রাচ্যধারার শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হবে। বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও এতে অংশ নিয়েছে ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদালয়, কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ এবং ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের শিল্পীরা।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, পেইন্টিংয়ের ইতিহাসে অনেকগুলো স্কুল আছে। তবে এসব স্কুলের মধ্যে ওরিয়েন্টাল স্কুল অফ পেইন্টিং এতই বিখ্যাত যে, এর জন্য বাংলাদেশে ওরিয়েন্টাল ড্যান্স, ওরিয়েন্টাল মিউজিক বা

ওরিয়েন্টাল : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৭

ওরিয়েন্টাল : পেইন্টিং

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ওরিয়েন্টাল ফুডস এতটা সমাদৃত হয়নি। কেননা ওরিয়েন্টাল পেইন্টিংয়ের মধ্যেই সবকিছু আছে। ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং বলতে আমরা সর্বাত্মক এক বিধিমালাকে বুঝি। ১৯৭১ সালে দুই বাংলার রক্তের ও সাংস্কৃতিক বন্ধন সূচিত হয়েছিল। আজকের এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সম্পর্কের নতুন মাত্রায় উন্নীত হতে পেরেছি।

ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন চিন্তা জাগ্রত হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা একত্রিত হয়, তাই এ অনুষ্ঠানটি মেলবন্ধন স্বরূপ। আশাকরি আগামীতে এ অনুষ্ঠান আরও দীর্ঘ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে।

কবি নির্মলেন্দু গুণ বলেন, কবিতার জন্য যেমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাগে না ছবি আঁকার জন্যও তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই অনেক মহান ব্যক্তি চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

শিল্পী রফিকুন নবী বলেন, চিত্রকলাকে বলা হয় ওরিয়েন্টাল। কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে তা বলা হয় না। যেমন, ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত। ওরিয়েন্টাল স্টাইলে আমি অনেকবার আঁকতে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি। তবে আজকের অনুষ্ঠানে আগত শিল্পীরা এ বিষয়ে অনেক বেশি পারদর্শী।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং স্টাডি গ্রুপের কিউরেটর ড. মলয় বালা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন- বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পী স্বপন দাস ও চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন।

প্রসঙ্গত, ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং স্টাডি গ্রুপ ২০০৯ সালে ২১জন শিল্পীর যৌথ প্রদর্শনীর মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার ৭ম বারের মত তারা ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং এক্সিবেশনের আয়োজন করছে। এই গ্রুপের রয়েছে ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং স্টুডিও। প্রাচ্যকলায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে বাৎসরিক 'ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়।